যায়যায়দিন

তারিখ ... 05 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

৪০ Paper

বেকায়দায় পড়তে যাচ্ছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি

আন্দোলনের হুমকি শিক্ষার্থী-কর্মচারীদের

কামরুজ্জামান শাহীন রাজশাহী অফিস

নানামুখী চাপে বেকায়দায় পড়তে যাচ্ছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি প্রশাসন। এ চাপ সামলানো না গেলে এ মাসেই অস্থিতিশীলতা শুরু হতে পারে। সে সঙ্গে হুমকির মুখে পড়তে পারে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ। এ আশঙ্কা করছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী এমনকি খোদ ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের অনেকেই।

জানা গেছে, দ্রব্যমূল্যের চরম ঊর্ধ্বগতির জের ধরে গত দুই-তিন দিন ধরে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের বিভিন্ন দাবি তুলতে শুরু করেছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নেতিবাচক চাপ যেহেতু শিক্ষার্থীদের ওপর পড়বে সে কারণে তারাও হুমকি দিয়েছেন ইউনিভার্সিটি প্রশাসনকে। শিক্ষার্থীদের কথা হলো, এবার যদি ভর্তুকি না দিয়ে যে কোনো ধরনের চার্জ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয় তবে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললে এমন মনোভাবই প্রকাশ করেন তারা।

জানা গেছে, ৩১ ডিসেম্বর হলগুলো খুলে দেয়ার আগেই ইউনিভার্সিটির ভোজনালয় শ্রমিক ইউনিয়ন আবাসিক হলগুলোতে আগের চার্জে ডাইনিং চালাতে পারবেন না বলে হল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। ১ জানুয়ারি ক্যাম্পাস খোলার পরের দিনও তাদের অপারগতার কথা লিখিতভাবে জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটি প্রশাসনকে। ভোজনালয় শ্রমিক ইউনিয়ন গত বুধবার তাদের এক সভায় আগের চার্জে ডাইনিং চালাতে পারবেন না বলে আবার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা লিখিতভাবে জানান ইউনিভার্সিটি প্রশাসনকে।

তারা বলেন, চরম ঊর্ধ্বমূল্যের বাজারে আগের চার্জে ডাইনিং চালালে প্রতি মাসে হলপ্রতি প্রায় ৩০ হাজার টাকা করে লোকসান হবে। চাল ছাড়াও দাম বেড়েছে ভোজ্য তেলসহ অন্যান্য জিনিসপত্রের। এ পরিস্থিতিতে ইউনিভার্সিটি প্রশাসন যদি অফিশিয়ালি নিজেদের উদ্যোগে ডাইনিং চালায় তবেই কাজ করবেন তারা, অন্যথায় নয়।

এদিকে ক্যাম্পাস খোলার পরও এখনো ডাইনিং বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ আর ক্ষোভ বাড়ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। শিক্ষার্থীদের ধারণা, প্রশাসন কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করতে ডাইনিং চার্জ বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় না রেখে বারবার মিলচার্জ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিলে শিক্ষার্থীরা তা সহজে নেবেন না। কোনো প্রকার ভর্তুকি না দিয়ে মিলচার্জ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে আন্দোলনে যাওয়ারও হুমকি দিয়ে শিক্ষার্থীরা বলেছেন, বারবার মিল চার্জ বৃদ্ধি শিক্ষার্থীরা নীরবে সহ্য করলেও এবার তা করা হবে না। এদিকে ডাইনিং কর্মচারীদের অপারগতা প্রকাশে বেকায়দায় পড়েছে প্রশাসন। আবাসিক হলে কিভাবে ডাইনিং চালু রাখবে এ নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে প্রভোস্ট কাউন্সিল জরুরি মিটিংয়ে বসে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মিটিং চলছিল।

ডাইনিং সমস্যার সমাধান, শিক্ষার্থীদের হুমকির পাশাপাশি নিয়োগ বঞ্চিত কর্মচারীরাও তাদের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। গত বৃহস্পতিবার তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিংয়ের পেছনের আমতলায় জড়ো হয়ে মিটিং করেন। তারা জানান, ডেইলি বেইজে কাজ করে তারা পান মাত্র ৮০ টাকা। যেখানে এক কেজি চালের দামই প্রায় ৩০ টাকা, সেখানে কিভাবে চলবে তাদের পরিবার। এ বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার তারা ভিসির সঙ্গে দেখা করতে চাইলে অনুমতি মেলেনি পুলিশি বাধার কারণে। এ জন্য ক্ষোভ বাড়ছে তাদেরও।

নিয়োগ বঞ্চিতরা জানান, ইউজিসি থেকে কোনো রকম বাধা না থাকলেও বর্তমান ভিসি প্রলম্বিত করছেন তাদের নিয়োগ স্থায়ীকরণের কাজ। অবিলম্বে তারা নিয়োগ স্থায়ীর দাবি জানান। অন্যথায় আন্দোলনে যাবেন তারাও। ২০০৪ সালের ১৫ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ৫৪৪ কর্মচারী নিয়োগ দেয় রাজশাহী ইউনিভার্সিটি প্রশাসন। তা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা শেষে ২০০৭ সালে আইনি জটিলতা এড়িয়ে তাদের নিয়োগ স্থায়ী শুরু হয়। কিন্তু কেয়ারটেকার সরকার আসার পর ইউনিভার্সিটি প্রশাসন বন্ধ করে স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া। এখনো দুই শতাধিক কর্মচারীর নিয়োগ স্থায়ী হয়নি। তারা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এসব বিষয় নিয়ে ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. এম আলতাফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি যায়যায়দিনকে বলেন, সবকিছুই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কর্মচারীদের নিয়োগ স্থায়ীকরণের বিষয়ে জানতে চাইলে ভিসি বলেন, ইউজিসির নিষেধাজ্ঞার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু কর্মচারীরা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিষয়টি উল্লেখ করে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি করেছে। আমি বলেছি, তোমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন দাও সরকারের কাছে, ইউজিসির কাছেও এটা পাঠাবো।